ভাঙো বাঁশি এই নিরালা

জাকির আবু জাফর

আধুনিক বাংলা সংগীতের ধারা আশির দশকের শুরু থেকে এক নতুন মাত্রায় উজ্জল হয়ে ওঠে। প্রকৃতি, প্রেম আর বিশ্বাসের নিগুঢ় চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমাদের সংগীতাঙ্গনকে ভিন্ন স্বাদ এবং সুরে বিকশিত করে তোলে একদল সংগ্রামী প্রতিভাবান তরুণ গীতিকার। মননশীল কবিদের হাতের ছোঁয়ায় সংগীতাঙ্গন হয় সুষমামন্ডিত। আশির এই সূচনা নব্বই দশকে অনেকটাই পরিপূর্ণতা লাভ করে। কবি জাকির আবু জাফর নব্বই দশকের একজন বিশ্বাসী মেধাবী কবি-গীতিকার।

জাকির আবু জাফর মূলত একজন কবি। তার কবিতায় আধ্যাত্মিকতা ও রোমান্টিকতা যেমন শৈল্পিক এবং নান্দনিকভাবে প্রস্ফুটিত, তেমনি তার সংগীত ও বিশ্বাসী চেতনায় হৃদয়বৃত্তি এবং প্রকৃতির নিপুণ সৌন্দর্যকে ধারণ করে হয়েছে প্রাণস্পর্শী। এক কথায় বলা যায় তার সংগীত কাব্য স্বাদে সমৃদ্ধ।

কবি জাকির আবু জাফরের সংগীতের বিষয়বস্তুতেও রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্রময়তা। কবিতার মতই তার সংগীতের বিষয়বস্তু হিসেবে মানব মানবীয় প্রেম যেমন এসেছে, প্রকৃতি, দেশপ্রেম ইতিহাস ঐতিহ্য ও এসেছে খুব সাবলিল ভাবে। তবে আধ্যাত্মিক চেতনাই তাঁর সংগীতকে করেছে মহিমান্বিত।

www.pathagar.com

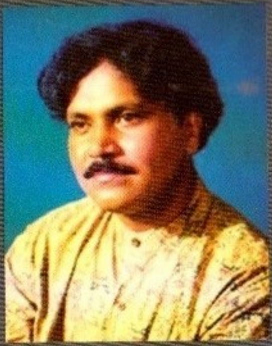

কবি হিসেবে তিনি যেমন খ্যাতি অর্জন করেছেন তেমনি অনেক নন্দিত গান লিখে গীতিকার হিসেবেও সমানভাবে জনপ্রিয়। এছাড়া লিখছেন ছড়া, উপন্যাস, থ্রিলার ও প্রবন্ধ। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে কিশোর কবিতা *চাঁদের ভেলা*, কবিতা *কালের সমুদ্র*, *নন্দিত বেদনা*, *মুখোমুখি আজীবন*, ছড়া *দোয়েল পাখির গান*, *ফুলে ফুলে দুলে দুলে* উপন্যাস *জোসনারা সারারাত*।

জন্ম ফেনীর সোনাগাজীতে। সেখানেই শৈশব কৈশোর কেটেছে। উচ্চ মাধ্যমিক ফেনী শহরে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে এম এস এস করেছেন। কৈশোর থেকেই কবিতার সাথে সম্পর্ক। এ সম্পর্ক দিনে দিনে ভালোলাগা এবং ভালোবাসার ডালপালা মেলে সাহিত্যের সব শাখায়।

নব্বই দশকে যারা প্রতিভাবান ও মেধাবী কবি হিসেবে ইতোমধ্যেই চিহ্নিত জাকির আবু জাফর তাদের অন্যতম। নির্ভুল ছন্দ, নান্দনিক উপমায় তার কবিতা যেমন সুখপাঠ্য তেমনি তার কাব্যময় সংগীত ও হৃদয় ছোঁয়া। সংগীতের এই কাব্য গুণেই জাকির আবু জাফর গীতিকার হিসেবে স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

ভাঙো
বাঁশি
এই
নিরালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভাঙো বাঁশি
এই নিরালা

জাকির আবু জাফর

হাসনা প্রকাশনী

www.pathagar.com

ভাঙো বাঁশি এই নিরালা

জাকির আবু জাফর

প্রকাশক

রুবাইয়া নাদিয়া হুদা

হাসনা প্রকাশনী

নিউ এলিফ্যান্ট রোড

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস

ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৬২০৫৯০

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

একুশে বই মেলা ২০০২

প্রচ্ছদ

মোমিন উদ্দীন খালেদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

হাসনা প্রকাশনী

মূল্য : ৪০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

গীতিকার, কবি
প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
ও
বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ রাশিদা জামান

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

কিশোর কবিতা

চাঁদের ভেলা

কবিতা

কালের সমুদ্র

নন্দিত বেদনা

মুখোমুখি আজীবন

ছড়া

দোয়েল পাখির গান

ফুলে ফুলে দুলে দুলে

উপন্যাস

জোসনারা সারারাত

www.pathagar.com

ধারাক্রম

বাতাসেরা কানে কানে ৯
এই দেশ আমার ১০
এই দিন রাত ১১
কোথাও যেনো ১২
কে আছো এমন ১৩
এই মাটি ফুল ফল ১৪
কোনো এক প্রভাতে ১৫
কাশফুল দুলদুল ১৬
কোথায় তোমার ১৭
ওগো পরোয়ার ১৮
আমাদের বুকে লেখা ১৯
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে ২০
আঁকা বাঁকা ছোট নদী ২১
আমরা হবো ২২
তোমার পৃথিবী ২৩
ভোগ বিলাসে ২৪
বাবলা বনের ছায়ায় ২৫
ছুটে এসো ২৬
মাঠের সবুজ ২৭
এ কোন সুরে ২৮
২৯ তোমার দেয়া
৩০ আমাদের চারপাশে
৩১ জুঁই চামেলি
৩২ কাজল দীঘির
৩৩ রমজান
৩৪ বল কতো দিন
৩৫ একটি মাত্র বিশ্ব
৩৬ মাটির গন্ধ
৩৭ কী কথা বলতে গিয়ে
৩৮ ইয়া ইলাহী
৩৯ যতদূর চোখ যায়
৪০ মজলুম দিকে দিকে
৪১ মা তোমার মুখের হাসি
৪২ পরের দোষে
৪৩ ঐ যে সবুজ
৪৪ মন কেনো আজ
৪৫ আমি যখন
৪৬ এ কেমন গান
৪৭ আজ রূপালী চাঁদের সাথে
৪৮ বিশ্বাসী মানুষের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাতাসেরা কানে কানে

বাতাসেরা কানে কানে বলে দিয়ে যায়
ওই চাঁদ তারা হাসে তোমার দয়ায়।

পৃথিবীর যতো পাখি তোমার গানে
সুরে সুরে সোনারঙ সকাল আনে
আলোভরা ঝলমল মাটির ধরায়।

সাজিয়েছো মরুবন বনানি দীঘল
নীলে নীলে ডানা মেলা স্বর্ণ ঈগল।

রাতভর জোনাকির হাসি ভরা বন
আঁধারের বুকে বুকে কার আলোড়ন
কার নামে শিশিরেরা অশ্রু ঝরায়।

www.pathagar.com

এই দেশ আমার

এই দেশ আমার মাটি আমার
আমার সাহসের গান
বাউল বাতাস ওড়ায় আমার
স্বাধীনতার সবুজ নিশান।

এখানে আমার মাটির মায়া
এখানে উদাসি নিরব ছায়া
এখানে বনানি যেনো
ভরে দেয় প্রাণ।

চেয়ে চেয়ে দেখি ওই নদীর চলা
বিস্মিত এ কেমন শিল্পকলা।

এখানে আকাশ নিঝুম হলে
বিমুগ্ধ মমতায় জোসনা জ্বলে
জ্বলে কতো জোনাকিরা
ঢেলে মনো প্রাণ।

www.pathagar.com

এই দিন রাত

এই দিন রাত কতো আসে আর যায়
কতো রঙধনু হাসে মেঘের খেলায়
কেনো যে ফিরে না সেই ফেলে আসা দিন
কালের অতলে চিরতরে হারায় ।

শৈশব ঝরে যাওয়া চঞ্চলা দিন
এলোমেলো বেড়ে ওঠা স্বপ্ন রঙিন
সেই সেই শ্যামলীয়া উদাস দুপুর
সব কিছু স্মৃতি হয়ে পিছু ডেকে যায় ।

জীবনের খাতা থেকে একে একে ঝরে যায়
সবকটি পাতা
ঝরে ঝরে একদিন থাকে শুধু
পাতাহীন খাতা।

প্রেম ভালোবাসা কতো মমতার গান
নিয়তির ঝড় ভেঙে করে খান খান
এতো সব চাওয়া পাওয়া মিছেমিছি ভুল
বাসনার বালুচরে শুধু কেঁদে যায়।

www.pathagar.com

কোথাও যেনো

কোথাও যেনো হারিয়ে যাবার ডাক শুনি
আকাশ নীলে দুপুর ঝুলে দিচ্ছে উদাস জাল বুনি।

মাঠের পরে মাঠ চলে যায়
নীল সবুজের টানে
হঠাৎ দুপুর থমকে দাঁড়ায়
ধানশালিকের গানে
ডুমুর ডালে শীতল ছায়ায়
ব্যাকুল পাখি টুনটুনি ।

একলা তখন বটের তলায় স্বপ্ন বোনে মন
বুকের খাঁচায় সাদা সাদা মেঘের আলোড়ন।

রক্তচূড়ার ডালে ডালে
দোয়েল কোয়েল ডাকে
কেউ যেনো কয় চল চলে যাই
অন্য কোনো বাঁকে
পাখির মতো দূর অজানায়
পালিয়ে যাবার কালগুনি ।

www.pathagar.com

কে আছো এমন

কে আছো এমন দাও মুছে দাও
জীবনের সব কালিমা
কে আছো এমন দাও এনে দাও
সাহসের সুখ লালিমা।

জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াই যখন
কি যে অসহায় দেখি জীবন তখন
কেউ নেই মুছে দিতে পারে গ্লানিমা।

মিলবে না জীবনের সকল চাওয়া
সব চাওয়া পৃথিবীতে যায় না পাওয়া।

সুখ থেকে বেশী আরো সুখের আপন
তাঁর ধ্যানে হয় যদি রাত্রি যাপন
মুছে যাবে জীবনের সব কালিমা।

www.pathagar.com

এই মাটি ফুল ফল

এই মাটি ফুল ফল বিশ্বজাহান
এত সব বলো কার মমতার দান।

আঁধারের বনে বনে ডাহুকীর ডাক
আধো ঘুমে দোল খেয়ে পৃথিবী অবাক
কার প্রেমে গায় পাখি বিরহের গান।

কতো হাসি কতো গান কতো সুখ বল
কতো পাখি ডাকাডাকি কতো কোলাহল।

আকুল হয়েছে কেনো সাগরের বুক
কার প্রেমে বেড়ে ওঠে শাপলা শালুক
ফসলের মাঠে মাঠে কার আহ্বান।

www.pathagar.com

কোনো এক প্রভাতে

কোনো এক প্রভাতে
ঘুমভাঙা আঁখিতে
ঝিলমিল ঢেউরাঙা জীবনের গান
মন বুঝি ভরে যায়
আপনার করে যায়
চারিদিকে ডানামেলা আলোর বাগান।

কালরাত সারারাত জোসনা ছিলো
জোসনারা মাঠে মাঠে দোল খেলছিলো
আর সব ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি আগুন
সেই মায়া বনে যেনো হারানোর টান।

তারপর চলে যায় থাকে না কিছু
স্মৃতির বাঁশরি কেঁদে যায় পিছু পিছু
কাল যে এখানে ছিলো আজ নেই সে
এ কেমন নিয়তির প্রলয় তুফান।

প্রতিদিন ভোর আসে আলো ভরা দিন
গোলাপের ঠোঁটরাঙা জীবন রঙিন
দিন চলে চলে যাবে আসবে আবার
ফেলে আসা দিন হয় স্মৃতির আযান।

www.pathagar.com

কাশফুল দুলদুল

কাশফুল দুলদুল তুলতুল মন
শরতের মেঘে মেঘে ছড়ায় কাঁপন
উজ্জ্বল উচ্ছল ডানামেলা নীল
নীলে নীলে সুখ সুখ আলোর নাচন।

বাগানে বাগানে হাসে ফুলের রাণী
ভালোবেসে বেসে শ্যাম বনবনানি
চঞ্চল চঞ্চলা প্রজাপতি মন
চিত্রিত অবিরাম মায়ার মাখন।

গানে গানে সুরে সুরে খেলায় খেলায়
রূপারূপা জোসনার মেলায় মেলায়।

আয় আয় সুদূরের বিমোহিত সুর
এসেছি অনেক আরো যাবো বহুদূর
ঝর্ণা হয়েছে এই জীবন আমার
কলকল ছলছল মানে না বারণ।

www.pathagar.com

কোথায় তোমার

কোথায় তোমার বসত বাড়ি
কোথায় তোমার ঘর
কোন বা দুখে অন্তর কেঁদে
মরছে নিরন্তর।

খেলাঘরে গড়লি বাসর
বুঝলি নারে মন
ভাঙবে যে দিন ধুলির খেলা
বুঝবে কী তখন
বুঝবে সাধের স্বপ্ন ভেঙে হইলো কী জর্জর।

আপন আপন বলে যারা দিলো পরিচয়
মিছে আপন পরের খেলা মিছে অভিনয়।

এতো সাধের প্রেম পিরীতি
এতো সুখের মিল
বিন্দু বিন্দু ঘামে গড়া
তবুও গড়মিল
সুখের ঘরে কাইন্দা মরে দুখের বালুচর।

www.pathagar.com

ওগো পরোয়ার

ওগো পরোয়ার
কীভাবে জানাবো আমি শুকরিয়া তোমার
কী গানে গাবো আমি মহিমা তোমার।
তুমি যে অশেষ অসীম
তুমিতো সীমানা বিহীন
নাই তুলনা যার।

কতো তারা চাঁদ হাসে তোমার ইশারায়
কতো পাখি গেয়ে যায় মরু সাহারায়
দেখে দেখে ভরে যায় তৃষিত এ মন
ঝরে ঝরে পড়ে কতো করুণা অপার।

তোমাকে জানাবো বলে কতো ছিলো আশা
কি গানে জানাবো খুঁজে পাই না সে ভাষা।

আশা আর ভাষা সব তুমি করো দান
খালেক তুমি মালেক তুমি রহমান
তোমার দয়া বিনে কভু কারো গতি নেই
দাওনা আমায় মধুর ভাষা দাও হে পরোয়ার।

www.pathagar.com

আমাদের বুকে লেখা

আমাদের বুকে লেখা মালেকের নাম
হৃদয়ের বাঁকে বাঁকে মালেকের নাম
পৃথিবীর কোথাও যে মালেক আজ নেই
তবু যেনো নদী হয়ে বহে অবিরাম।

সত্যের পথে বীর যারা লড়ে যায়
ইতিহাস লিখে রাখে কালের খাতায়
সেই বীর সংগ্রামী শহীদ মালেক
যার কাছে প্রিয় ছিলো খোদায়ী কালাম।

প্রিয় সেই মালেক আজ জান্নাতি ফুল
আল্লাহর প্রেমে হয়ে আছে মশগুল
যার তরে ঢেলে দিলো রক্তের বান
তার প্রেমে ঘুচে গেলো দু:খ তামাম।

ঘরে ঘরে জেগে ওঠে কিশোরের দল
মালেকের নামে আঁখি করে ছলোছল
চোখে মুখে উচ্ছ্বাসি গভীর শপথ
মালেকের সেই কাজ দেবে আঞ্জাম।

www.pathagar.com

কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে

কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে রক্তরাঙা ফুল
ফুলের গালে চুম দিয়ে যায় আনন্দে বুলবুল।

আজ আকাশে মেঘে মেঘে
রোদের লুকোচুরি
মেঘের ফাঁকে গাঙচিলেরা
খোঁজে স্বপনপুরী
প্রজাপতি ফুলে ফুলে প্রেমে মশগুল।

মন চায় পাখি হতে খুলে দিয়ে ডানা
বিপুলা বিশ্ব দেখি যত অজানা।

মস্ত আকাশ ঝুলছে একা
নীল দেয়ালের ছাদ
দিগন্তে নীল শব্দ বিহীন
ভাঙছে সুরের বাঁধ
হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ছে যেনো মেঘের কালো চুল।

www.pathagar.com

আঁকা বাঁকা ছোট নদী

আঁকা বাঁকা ছোট নদী
কতো দূর চলে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কার সাথে
এতো কথা বলে।

পালিয়ে পালিয়ে নদী
হয়ে গেছে পর
সাগরের বুকে গড়ে
জীবন বাসর
একদম বেঁচে থাকা আশার ছলে।

ঝাঁকে ঝাঁকে গাঙচিল সাদা সাদা বক
রোদেলা রোদেলা ডানা বেজায় চমক।

মাল্লারা গেয়ে গেয়ে ভাটিয়ালি গান
দু:খ ব্যথা ভুলে ভুলে জুড়ায় পরান।
যতো আছে শোক গাঁথা হৃদয় তলে।

www.pathagar.com

আমরা হবো

আমরা হবো বীর সেনানী
হামজার মতো বড় বীর
আমরা হবো ওমরের মতো চির উন্নত শির।

খালিদের ঘোড়া নিয়ে ছুটবো আবার
বাঁধা আছে হৃদয়ে স্বপ্ন কাবার
শমশের তুলে নেবো হযরত আলীর।

তারেকের বিপ্লবী জিহাদের গান
সাগরে সাগরে ঢেউ আজও অম্লান।

আমরাই আগামীর নতুন পাখি
জীবনের বাঁকে বাঁকে উঠবো ডাকি
কেউ হবো বেরলভী কেউ তিতুমীর।

www.pathagar.com

তোমার পৃথিবী

তোমার পৃথিবী দেখে দেখে
হৃদয় গহিন থেকে বলে ডেকে
মুসাফিরী জীবনে তুমি প্রিয়জন
না চাইতে করে দিলে সব আয়োজন।

নীরব জোসনা দেখে যারা ভাবে না।
তোমার প্রেমের সুখ খুঁজে পাবে না
ফুলের কুঁড়িতে ধ্যানী ওলির প্রেমে
দেখনা কি করে হয় নদীর মিলন।

দিগন্ত জোড়া ঐ আলোর রাশি
আঁধার সরায়ে দিয়ে উঠছে হাসি।

তোমার নামে যতো গান গেয়েছি
শত বেদনার মাঝে সুখ পেয়েছি
নেই নেই সে সুখের নেই তুলনা
একবার পেয়েছে যে বুঝবে সে জন।

www.pathagar.com

ভোগ বিলাসে

ভোগ বিলাসে ডুবিস না মন
ডুবিস না এই রঙ মেলায়
এই সকালে আছিসরে মন
থাকবি না বিকেল বেলায়।

চিরদিনের জন্যে তুমি আসনি ভবে
ভাঙবে যেদিন রঙের মেলা তখন কি হবে
জীবনটারে খরচ করে দিও না হেলা ফেলায়।

কেউ থাকেনি যারা আগে ছিলো প্রিয়জন
কাল-অকালে টেনে নিলো নিঠুরী মরণ।

থাকবি নারে এই বাজারে ভাঙবে ভবের হাট
যাই করো না করো বন্ধ হবেরে কপাট
কেউ হারে কেউ জিতে ভবের
এই বাজারের শেষ খেলায়।

www.pathagar.com

বাবলা বনের ছায়ায়

বাবলা বনের ছায়ায় ছায়ায়
হারিয়ে যেতে ডাকছে আমায়
ডাকছে দূরে বকুল বনে পাখি ডালে ডালে
কী উদাস দৃষ্টিমাখা হিজল তাল তমালে।

ঐ সবুজে পাতায় পাতায়
হয় মিতালী
বাতাসে দোল দোলা দোল
গায় গীতালি
যে সুরে বকুল ঝরে বনান্তরে
প্রেমের ইন্দ্রজালে।

মন কোকিলা একলা পাখি হয়
একলা মনে জানায় পাখি হাজার পরিচয়।

ঐ সুদূরে পাহাড় ছুঁয়ে
আকাশ নেমে
কোন মমতায় দাঁড়িয়ে আছে
আস্তে থেমে
দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত কাল
থাকবে কালে কালে।

www.pathagar.com

ছুটে এসো

ছুটে এসো উচ্ছ্বাসি কিশোরের দল
আগামীর পৃথিবীটা আলো ঝলমল
তোমরাই হও সেই পৃথিবীর ফুল
প্রাণে প্রাণে সুবাসের ঝরাও বাদল।

নেই নেই তোমাদের নেই কোন ডর
সম্মুখে ঢেউ তোলে আলোর নহর
ঝেড়ে ফেলো অলসতা সব সংশয়
নিয়ে আসো বিজয়ের সূর্য সফল।

মেলে দাও হৃদয়ের স্বপ্ন যতো
পৃথিবীটা গড়ে নাও মনের মতো।

তোমরাই সাহসের সবুজ পাখি
জীবনের সুখ নাও কণ্ঠে মাখি
এনে দাও শান্তির নির্ঝরণী
গেয়ে যাও জীবনের নতুন গজল।

www.pathagar.com

মাঠের সবুজ

মাঠের সবুজ তোমার কথা বলে
বনের সবুজ তোমার কথা বলে
তোমার নামে গান শুনেছি
মৌমাছিদের দলে
মৌমাছিরা তোমার কথা বলে।

ডুমুর তলার দোয়েল পাখির গানে
সুখের পরশ বিলায় প্রাণে প্রাণে
সেই পরশে শাপলা ফোটে দীঘির জলে জলে
ফুল পাখিরা তোমার কথা বলে।

কোকিল যখন কুহু কুহু ডাকে
বনবনানির নীরব বাঁকে বাঁকে
নিসর্গে সেই ঢেউয়ে ঢেউয়ে
সুরের আগুন জ্বলে
কোকিল ডেকে তোমার কথা বলে।

www.pathagar.com

এ কোন সুরে

এ কোন সুরে গাইলে গজল
ওহে মরুর বুলবুলি
সুরের দোলে দোল খেয়ে যায়
জগতজোড়া ফুলকলি।

তোমার প্রেমে গায় পাপিয়া
গায় খুলে প্রাণ মন
গায় ও আকাশ বাতাস তারা
গায় হিজলের বন
মেঘে মেঘে দুলে দুলে
হাসে উদাস রঙতুলি।

তোমার গানে ফুটলো বকুল ফুটলো হাসনাহেনা
ফুটলো আলো তারা ঝিলমিল রূপালী আলপনা।

তোমার গানে আকুল ব্যাকুল
নদী নদীর গান
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তোমার সে সুর
জ্বলে অনির্বান
তোমার প্রেমে মজনু হয়ে
আমরা আজো সব ভুলি।

www.pathagar.com

তোমার দেয়া

তোমার দেয়া নেয়ামতে
সবুজ শ্যামল এই জমিন
দাও ঢেলে দাও রহম তোমার
ওগো রাব্বুল আলামিন।

দোয়েল কোয়েল ময়না শ্যামা
গায় শুধু তোমার মহিমা
ডাক দিয়ে যায় তোমার নামে
আঁধার শেষে আলোর দিন।

নীল চাঁদোয়া জোসনা ভরা দিলে মায়ার টান
হৃদয় জুড়ে প্রেমের দোলা দিলে অফুরান।

তুমি দিলে পথের দিশা
ভাঙলো আঁধার অমানিশা
আসলো ধরায় আলোর পুরুষ
মরুদুলাল আল আমিন।

www.pathagar.com

আমাদের চারপাশে

আমাদের চারপাশে
জীবনের সুর ভাসে
হাসে রাত ভরা কতো তারা ঝিলমিল
আকাশ বাতাস হেসে
জীবনকে ভালোবেসে
দোয়েলের গানে গানে জাগায় নিখিল।
আমার প্রিয় এই বাংলাদেশ।

পালিয়ে যাওয়া ঐ নদীর বাঁকে
কেনো যে আকাশ এতো নীরব থাকে
কেনো এতো নীরবতা পাখির চোখে
কখনো হারিয়ে যায় মেঘের ফাঁকে
ঢেউ কুলু কুলু সেই নদীর চলা
উড়ে যায় সাহসের সাদা গাঙচিল।

কতোকাল চেয়ে আছি
আরো কতোকাল চেয়ে থাকবো
অনন্ত দেখাদেখি সুরে সুরে লেখালেখি
বাংলাদেশ, তোমার এ নাম ধরে ডাকবো।

পৃথিবীর সব কিছু দিলে উপমা
হয় না তোমার সাথে কারো তুলনা
এ বিশাল ধরনীর আনেক আকাশ
তুমিই আমার, আর সব ছলনা
তোমার মাটির কাঁচা গন্ধ নিয়ে
জীবনের এ বাসর গড়ি তিল তিল।

www.pathagar.com

জুঁই চামেলি

জুঁই চামেলি ফুল শিউলি
আয়রে তোরা আয়
সবাই মিলে যাইরে চলে
নবীর মদীনায়।

নবীর দেশে গানের পাখি
গান ধরেছে সব
মোহাম্মদের নামে গানের
শুনছি কলরব
হাওয়ায় হাওয়ায় মধুর যে গান
সুর ছড়িয়ে যায়।

দিনে রাতে রহম ঝরে
কদম পরে যাঁর
চুমু দিয়ে ভরে দেবো
কদমখানি তাঁর
হাসনাহেনা ও শেফালি
জলদি ছুটে আয়।

www.pathagar.com

কাজল দীঘির

কাজল দীঘির কালো জলে
পদ্ম ফুলের হাসি
শিশির মাখা মাঠের ঘাসে
মুক্তা রাশি রাশি।

আমার এ দেশ রূপের রতন
কাব্য গানে গানে
নীল সাগরে ঢেউয়ের সুরে
মন যে আমার টানে
বকুল ফুলের সুবাস যেনো
ভালোবাসাবাসি।

সাত সকালে মিষ্টি রোদে
দোয়েল ছড়ায় সুর
ঝাঁকে ঝাঁকে যায় উড়ে যায়
পাখিরা সুদূর
আমার দেশের মাটি মানুষ
গভীর ভালোবাসি।

www.pathagar.com

রমজান

রমজান এসে গেছে রমজান
মুমিনের জন্য এ সম্মান
সৌরভ মেখে নাও মুমিন সবাই
তাঁর প্রেমে হয়ে যাও কোরবান।

মেনে চলো তাঁর বিধি নির্দেশ
ভুলে যাও হিংসা ও বিদ্বেষ
সিয়াম সুবাসে তুমি ধুয়ে নাও মন
তুলে নাও আলোকের বিজয় নিশান।

শেষ করে দাও যতো গুনাহের ফাঁক
যদি চাও জান্নাতী নূরের বোরাক।

রমজান এই মাস আল্লার
সব পাপ পুড়ে করে ছারখার
ঈমানদারীর সাথে কর রোজা রোজ
পেয়ে যাবে মেশকের সুঘ্রাণ।

www.pathagar.com

বল কতো দিন

বল কতো দিন থাকবিরে এই সংসারে
সুখ সাগরে ডুব দিলে কী
এই ব্যথিত মন সারে
মন সারে।

দু:খে যখন গড়লো জীবন
দু:খই আসল
এই জীবনে ফলবে কেনো
আরামের ফসল
কোথায় পাবে সুখের দেখা
দুখে দুখে দমসারে
দমসারে।

মুসাফিরি সরাইখানা মরু বালুচর
যেতে যেতে পথে পথে দেখা পরস্পর।

বুঝলি নারে কোন তুফানে
ভাঙবে এই মেলা
দিন ফুরিয়ে গেলে সাঙ্গ
হবেরে খেলা
তবু টেনে নিলে বুকে
বিষের ফণিমনসারে
মনসারে।

www.pathagar.com

একটি মাত্র বিশ্ব

একটি মাত্র বিশ্ব আমার
বিশ্বে আমি একা
হৃদয় ভরে বিশ্বটারে
হয়নি আজো দেখা।

আমার জন্যে সমুদ্র বন
আমার জন্যে মাটি
আমার জন্যে নীল হরিণী
জোসনা পরিপাটি
পাতায় পাতায় সুর শিহরণ
আমার জন্যে লেখা।

আমার চোখে গাঙচিলেরা ভাসে
দূরের ছবি নিকট হয়ে আসে।

শীতের হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে
তেপান্তরের পাখি
আমাজানের দিগন্ত নীল
সবুজ মাখামাখি
আর সাহারার ধূসর আকাশ
ধূসর মরুরেখা।

www.pathagar.com

মাটির গন্ধ

মাটির গন্ধ ফুলের গন্ধ
কী আনন্দ কী আনন্দ
আমার দেশে বাংলাদেশে
নীল সবুজের হাটের দেশে।

বাঁশ বাগানের ছায়ায় ছায়ায়
হিমেল হাওয়া
লতায় পাতায় শিরশিরানি
বৃষ্টি ছাওয়া
চতুর্দিকে জড়ায় যেনো
আপনি এসে।

পাহাড় ঘেরা গুল্মলতা
আসমানি সুখ
ছলছলাছল নির্ঝরণী
ঝর্ণার ও মুখ
মুগ্ধ ভারি মুগ্ধ সুখের
প্রাণ পরশে।

www.pathagar.com

কী কথা বলতে গিয়ে

কী কথা বলতে গিয়ে
থমকে গেছে আকাশ নদী
থমকে আছে অনন্তকাল
পলক বিহীন নিরবধি।

ও আকাশ বলবে নাকি
তোমার মনের গোপন কথা
বলবে নাকি তোমার বুকে
কেনো এমন নীরবতা।
মেঘ-মালারা পাখি হবে
এই নিরালা ভাঙো যদি।

ও নদী তোমার ঢেউয়ে
কোন বিরহীর গাঁথা মালা
কোন বেদনায় নিত্য তোমার
দুকূল ভাঙা চিত্ত জ্বালা
কী এমন তৃষ্ণা তোমার
রাখছো বুকে থৈ জলধি।

www.pathagar.com

ইয়া ইলাহী

ইয়া ইলাহী ক্ষমা চাহি
তোমার শাহী দরবারে
দাও করে দাও ক্ষমা করে
এই গুনাহ্‌গার বান্দারে।

তোমার নামে পাপী তাপী
চাইলে ক্ষমা করো মাফী
তুমি ছাড়া কে আছে আর
এই যে নিখিল সংসারে।

তোমার রহম আকাশ তলে
তোমার রহম সাগর জলে
তোমার রহম ছড়িয়ে দিলে
ঐ যে সবুজ সম্ভারে।

www.pathagar.com

যতদূর চোখ যায়

যতদূর চোখ যায় সবুজ শেষে
দিগন্ত ছুঁয়ে যায় বাংলাদেশে।

হাজার নদীর ঐ ঝিলিমিলি ঢেউ
ছলছল থৈথৈ দেখেছো কী কেউ
এমন রূপের দেশ এমন ছবি
মেঘে মেঘে এতো খেলা কোন সে দেশে।

চাঁদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখ আঁধার থামে
কুয়াশায় ভিজে ভিজে জোসনা নামে।

কতকাল চেয়ে আছি জুড়ায় না মন
প্রিয়তম নেই কেউ তোমার মতন
নেই এতো নীলকরা নীরব আকাশ
যে আকাশ মিশে গেছে নীলের শেষে।

www.pathagar.com

মজলুম দিকে দিকে

মজলুম দিকে দিকে করে হাহাকার
ও আকাশ খুলে দাও তোমার দুয়ার।

এখানে এখন দু:খকারা
এখানে মানুষ স্বপ্ন হারা
এখানে সুখের নেই কোনো গান
চারিদিকে খেলে যায় ব্যথার জোয়ার।

এখানে এখন রক্তনদী ভেঙে নেয়
সবুজের বুক
এখানে এখন ভয়াল দানব হাতে ধরা
ব্যথার চাবুক

ও আকাশ তুমি কেনো হও নীল
কেনো শোকাহত এই বিশ্ব নিখিল
তোমার বুকের সেই সুখের নদী
এই দুখী পৃথিবীতে পাঠাও আবার।

www.pathagar.com

মা তোমার মুখের হাসি

মা তোমার মুখের হাসি ভুবন ভরা
চাঁদের হাসির মতো
আঁধার যেমন যায় মুছে যায় জোসনা ছুঁয়ে
তেমনি তোমার হাসি ভোলায়
জীবন ভরা দু:খ যতো।

শ্রাবণের মেঘ ধুয়ে যায় পূর্ণিমার ঐ
জোসনা মাখা ঢলে
আঁধার যেনো যায় খেলে যায়
আলোর ছায়াতলে
মা তোমার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি সে ঐ
আলো অবিরত।

নদী যেমন ভেঙে আবার নতুন করে
গড়ে ধরার বুক
তুমিও দু:খ মুছে দাও এনে দাও
হৃদয় ভরা সুখ
সে সুখে আনবে জোয়ার আমার মনে
ঝর্ণাধারার মতো।

www.pathagar.com

পরের দোষে

পরের দোষে কান দিও না
দেখ নিজের দোষ,
কেউ বেশী কেউ কম হলেও
কেউ নহে নির্দোষ।

পরের দোষে দৃষ্টি দিলে নিজের ক্ষতি বেশী
অবহেলা চোখে দেখে পাড়া প্রতিবেশী
ঘৃণার আগুন জ্বলে জ্বলে বাড়ে রুদ্ররোষ।

কখনো নন্দিত জনে নিন্দিত হয় রোজ
চাঁদে ও কলংক থাকে কে রাখে তার খোঁজ।

আলো তার কলংক বিহীন মমতাময়ী
নিজেকে বিলিয়ে হল দিগন্ত জয়ী
চাঁদের চেয়ে সুন্দর মানুষ ভুলে যাও আক্রোশ।

www.pathagar.com

ঐ যে সবুজ

ঐ যে সবুজ মাঠের সবুজ হলদে পাখির গান
চাঁদের মুখে জোসনা মাখা সব তোমারই দান।

জীবন দিলে স্বপ্ন দিলে দিলে নিঠুর মরণ
সুখের পাশে দু:খ দিলে ভুলের পাশে স্মরণ
এ কোন খেলা ভবের ঘরে কোন অজানার টান।

মুখে মধুর ভাষা দিলে দিলে আবেগ ঢেউ
আশার তরী কেউ বেয়ে যায়, কেউ থেমে যায় কেউ

কারো জীবন সুখের নহর কারো ব্যথার মরু
কেউ খুঁজে যায় জনম ভরে সুখের ছায়াতরু
কারো জন্যে দুখ হয়ে যায় সুখের মরুদ্যান।

www.pathagar.com

মন কেনো আজ

মন কেনো আজ চায় হারাতে
দূরের বনান্তরে
এ কেমন বাজে বাঁশি
অন্তরে অন্তরে।

ঐ উদাসি বাঁশির সুরে
মন হারিয়ে যায় সুদূরে
হারায় মেঠো পথের বাঁকে
নীলের তেপান্তরে।

নিজের সাথে নিজে যখন
বলি নিজের কথা
হৃদয় জুড়ে বেড়ে ওঠে
আশার তৃণলতা।

মনের মতো প্রেম যদি হয়
সেই প্রেমে আর নাই পরাজয়
ভালোবাসা ঠাঁই পেয়ে যায়
মনে মনান্তরে।

www.pathagar.com

আমি যখন

আমি যখন আমার সাথি হই
মন আমাকে বলে
এ কোন পাখি লালন করো
তোমার বুকের তলে।

যে দিন পাখি বাঁধলো এসে
তোমার বুকে বাসা
সঙে নিয়ে এলো দারুণ
গভীর সর্বনাশা
কখন জানি ঝড় এনে দেয়
আশার বনাঞ্চলে।

ঘড়ির কাঁটার মতো পাখি ডাকে
অচিনপুরে যেতে পাখি ব্যাকুল হয়ে থাকে।

কেনো পাখি বাঁধলো এসে
গহিন চরে ঘর
কেনো পাখি আপন হয়ে
আবার হবে পর
সেই বেদনায় ভাসি আমি
আমার নয়ন জলে।

www.pathagar.com

এ কেমন গান

এ কেমন গান গেয়েছো
স্বপ্ন সাধের গান
গানে গানে দিন চলে যায়
জুড়ায় না পরাণ।

তোমার হৃদয় ভাঙে কেনো
ভালোবাসার ঘর
ভাঙে কেনো অবুঝ হৃদয়
আমার এ অন্তর
কী আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে
ছাই করেছো প্রাণ।

গাঙের জোয়ার ভাঙে গাঙের কূল
ভাঙাকূলে খেলে জোয়ার হয়ে সে আকুল।

তুমি ভাঙো দুখের ডাঙা
ছোট্ট আমার বুক
ভাঙা বুকে চালাও আবার
ছলনার চাবুক
কী করে রাখবো ধরে
ভালোবাসার টান।

www.pathagar.com

আজ রূপালী চাঁদের সাথে

আজ রূপালী চাঁদের সাথে
রাতের মোলাকাত
ঝিলমিল মিল ঝিলমিল মিল
হলদেরাঙা রাত।

জোনাকি বুকল বনে
কী যেনো সংগোপনে
খোঁজে সে আপন মনে
একলা সারারাত।

আজ আকাশে এতো তারা
এতো আলোর মুখ
মাঠে মাঠে মায়া মায়া
নীল স্বপনের সুখ।

এতো কাল হয়নি দেখা
হৃদয়ের গোপন লেখা
সহসা মিলন রেখা
এক করে দুই হাত।

বিশ্বাসী মানুষের

বিশ্বাসী মানুষের নেই কোনো ভয়
পৃথিবীর দিকে দিকে হবে তার জয়।

সম্মুখে শত বাধা তবু চলে পথ
দু:সহ মুসিবতে টলে না শপথ
মানে না সে জীবনের কোনো পরাজয়।

তিলে তিলে খুঁজে ফিরে জীবনের দাম
জালিমেরা করে তার যতো বদনাম।

মৃত্যুর মুখে গায় জীবনের গান
সত্যের পথে করে সব কোরবান
সেই সেনাপতি তার নেই পরাজয়।

www.pathagar.com

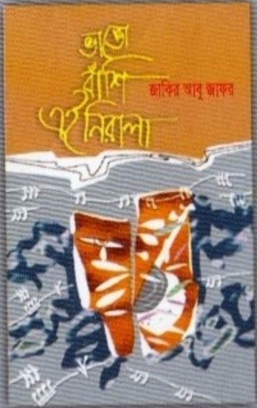
ভাঙা বাঁশি এই নিরালা
জাকির আবু জাফর